যুগান্তর

তারিখ 05 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

অযোগ্য প্রাথমিক শিক্ষকরা আগামী মার্চ পর্যন্ত সরকারি বেতন পাবেন

উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অযোগ্য শিক্ষকরা আগামী ২০০৮ সালের মার্চ পর্যন্ত সরকারি অংশের বেতন পাবেন। এছাড়াও নবম-দশম শ্রেণীতে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন স্থগিতাদেশের মেয়াদ আগামী ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সভায় এছাড়াও 'যমুনা বহুমুখী সেতু'র নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ-সেতু কর্তৃপক্ষ' নামের প্রস্তাব, সমন জারির জন্য মামলা দায়েরের সময়সীমা ১৮০ দিন থেকে বৃদ্ধি করে এক বছর করাসহ অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে অর্ডিন্যান্স আদালত (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে।

সভায় ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে হজ ব্যবস্থাপনার ওপর একটি প্রতিবেদন উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিত করা হয়। সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব সৈয়দ ফাহিম মুনএম এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি জানান, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের যোগ্যতা নিরূপণে পরীক্ষা দেয়ার একটি নিয়ম চালু করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দুটি রিট পিটিশন দায়ের হওয়ায় আদালত তিন মাসের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করেন। আর আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে যোগ্যতা নিরূপণ পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সরকারি অংশের বেতন যথারীতি দেয়া হবে। উপদেষ্টা

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

শিক্ষক : প্রাথমিক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পরিষদ সরকারি অংশের বেতন আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত দেয়া অব্যাহত রাখবে। অর্ডিন্যান্স আদালত অধ্যাদেশে ২০০৭ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, সমন জারির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফেরত না আসলে অথবা বিনা জারিতে ফেরত এলে ফৌজদারি দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে সমন জারির বিধান রয়েছে। আদেশ আইনে বলা আছে, যদি সমন ইস্যুর ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জারি হয়ে ফেরত না আসে কিংবা তার আগেই যদি জারি ফেরত আসে তাহলে আদালত পরবর্তী ১৫ দিবসের মধ্যে বাদীর খরচে যে কোন একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বা স্থানীয় পত্রিকায় আদালত প্রয়োজন মনে করলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারি করাবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে সমন জারির বিধান বাতিল করা হয়েছে। সংশোধনীতে আরও বলা হয়েছে, তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক জারি মামলায় আপত্তি দাখিলের ক্ষেত্রে জামানতের টাকার পরিমাণ ডিক্রিকৃত টাকার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। ডিক্রিদার অনুকূলে ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে অসমর্থ হলে নির্ধারিত মূল্য বাদ দিয়ে জারির মামলা দায়ের করার নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া ডিক্রিকৃত সম্পত্তি ডিক্রিদারের অনুকূলে ন্যস্ত হওয়ার ৬ বছরের মধ্যে ওই সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের জন্য আদালতে আবেদন ও আবেদন করা না হলে ৬ বছর পর আপনাআপনিভাবে মালিকানা অর্জনের নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে। রিট আবেদন হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগ কর্তৃক খারিজ হওয়ার ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের দিন থেকে ডিক্রির টাকা আদায় হওয়ার দিন পর্যন্ত সমনের জন্য ২৫ শতাংশে বার্ষিক সরল সুদ আরোপ করার নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার ৫৮১ জন হজে যাবেন। এর জন্য মক্কায় ৭৫টি ও মদীনায় ১৬টি বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছে।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের ফ্লাইট আগামী ১২ নভেম্বর শুরু হবে। শেষ হবে ২৬ নভেম্বর। এবার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪১ হাজার ৩৬৫ জন হাজী হজ করতে যাবেন। তারা ২৩২টি হজ এজেন্টের মাধ্যমে যাবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে উপদেষ্টা পরিষদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে কয়েকজন উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তাদের ঢাকার বাইরে সফরসূচির অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এর মধ্যে দ্রব্যমূল্য, সার বিতরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।